৩ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বেসরকারী শিক্ষকদের মানববন্ধন

বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা পরিবারের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষক নেতারা অংশ নেয়। মানববন্ধনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি মহিউদ্দিন, সহ-সভাপতি খলিলুর রহমান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মোমিন, শিক্ষক নেতা আব্দুস সাত্তার, রুহুল আমিন, লিয়াকত আলী, সাথী খাতুন, আলমগীর হোসেন, সাবদার আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, শিক্ষায় বৈষম্য দুর করে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবী জানান। সেই সাথে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখারও আহ্বান জানান।

মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা সচিবের বরাবর তাদের ৩ দফা দাবী সম্বলিত স্বারকলিপি পেশ করেন।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণহানি ২,

আহত ১

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সাধুহাটি মোড় নামকস্থানে দাড়িয়ে থাকা ছোট ট্রাকের পিছনে বড় ট্রাকের ধাক্কায় ২ জন নিহত হয়েছেন। সেসময় আহত হয় আরো একজন।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ভোর আনুমানিক ৫ টা দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হল, ফরিদপুর জেলার সালতা থানার বড়-কাউনিয়া গ্রামের বাসিন্দা আনিছুর রহমান (৬৫) এবং একই উপজেলার ভাওয়াল গ্রামের ফারুখ মাতুব্বর (৪৫)।

আহত ব্যক্তি একই উপজেলার ভাওয়াল গ্রামের মতিয়ার রহমান। তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে ঘটনাস্থলে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকের চালককে পাওয়া যায়নি। নিহত ও আহত ব্যক্তিরা ফরিদপুর জেলার শাওতাল এলাকা থেকে কলা কিনতে মেহেরপুর যাচ্ছিলেন।

জানা যায়, সকালে ফরিদপুর থেকে ঝিনাইদহ হয়ে মিনি ট্রাকে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিল চালকসহ ৪ ব্যক্তি। পথিমধ্যে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সাধুহাটি নামক স্থানে পৌছালে স্পিডব্রেকার অতিক্রম করে সামনের দিকে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই জন নিহত হয়। সেসময় আহত হয় আরও এক জন। তবে সেসময় ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভীর হাসান জানান, আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শাহীন উদ্দিন জানান, আমি দুর্ঘটনার কথা শুনেছি। সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

১৮ বছর ধরে ‘বঞ্চনার শিকার’ মহেশপুরের শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজের শিক্ষকরা

১৮ বছর ধরে ‘এমপিও বঞ্চিত’ ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজের শিক্ষকরা। শুধু নামের কারণে দেড় যুগ ধরে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তারা। যোগ্যতার সব শর্ত পূরণ করলেও শহীদ জিয়া নামের কারণে বিগত আওয়ামী সরকার কলেজটির ডিগ্রি সেকশন এমপিওভুক্তির বাইরে রাখে।

দীর্ঘ ১৮ বছর আগে কলেজের ডিগ্রি সেকশনে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা ছাড়া মানবেতর জীবনযাপন করছেন। দ্রুত কলেজটির ডিগ্রি সেকশন এমপিওভুক্ত করে নিয়োগের তারিখ থেকে সমস্ত বকেয়া পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা। একই সঙ্গে কলেজের হারানো গৌরব ফিরে পেতে জাতীয়করণের বিকল্প নেই বলেও জানান তারা।

জানা গেছে, বিএনপি সরকারের আমলে ২০০০ সালে কালিগঞ্জ-জীবননগর মহাসড়ক সংলগ্ন ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ফতেপুরে গড়ে ওঠে শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজ। শিক্ষায় অনগ্রসর এই এলাকার মানুষের মনে শিক্ষার দ্যুতি ছড়াতে তৎকালীন বিএনপি সরকারের ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত এমপিওভুক্ত করা হয়। পরবর্তীসময়ে ডিগ্রি সেকশনের পাঠদানের অধিভুক্তি করা হয় ২০০৫ সালের ১৩ জুলাই। তারপরের বছরই ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। এরপরই কলেজের নাম পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা। কিন্তু শিক্ষকদের অনড় অবস্থানের কারণে কলেজের নাম পরিবর্তন করতে না পেরে কলেজটিকে অকার্যকর করার পাঁয়তারা শুরু করেন তারা।

আওয়ামী লীগ নেতারা ওই এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জিয়া কলেজে ভর্তি না হতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেন। এরপরও যেসব শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতো তাদের পরিবারকে বিভিন্নভাবে হেনন্তার শিকার হতে হয়। এমপিও আবেদনের জন্য বছরের পর বছর স্থানীয় আওয়ামী সংসদ সদস্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও মেলেনি ডিও লেটার। দীর্ঘ ১৮ বছরে কলেজের জন্য

কোনো প্রকার সরকারি অনুদান আসেনি।

চার একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত উপজেলার স্বনামধন্য এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। ১৮ বছর আগে যেসব শিক্ষক তাদের ভাগ্যবদলের আশায় শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজের সঙ্গে নিজেদের নাম যুক্ত করেছিলেন তাদের দুর্দশা পিছু ছাড়েনি। এসব শিক্ষক দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী হয়েও আজ তারা সমাজের কাছে অসম্মানিত, পরিবারের কাছে বোঝা। দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা এসব শিক্ষকের দাবি, তাদের সঙ্গে যে অন্যায় করা হয়েছে তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ।
এ বিষয়ে কলেজের ডিগ্রি সেকশনের একজন প্রভাষক মো. ছামাদুজ্জামান বলেন, ২০০৩ সালে আমাকে শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজের ডিগ্রি সেকশনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই থেকে ২১ বছর ধরে বেতন-ভাতা তো দূরের কথা, কলেজ থেকে কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, বিগত দেড় যুগ ধরে আমরা বৈষম্যের চরম সীমা অতিক্রম করে আসছি। গত আওয়ামী সরকারের কাছে আমাদের একটাই অযোগ্যতা আমরা শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক। আমরা বর্তমান সরকারের কাছে এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। অনতিবিলম্বে ডিগ্রি পর্যায়ে এমপিওভুক্ত করে নিয়োগদানের তারিখ থেকে সমস্ত বকেয়া পরিশোধের অনুরোধ করছি।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ মো. শওকত আলী বলেন, উপজেলার সবচেয়ে অবহেলিত ও বঞ্চনার শিকার শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজ। সব যোগ্যতা থাকার পরও শুধু নামের কারণে ডিগ্রি সেকশনের এমপিও দেওয়া হয়নি। এমপিওর কাগজপত্র জমা দিতে শত চেষ্টার পরও ডিও লেটার দেননি আওয়ামী লীগের স্থানীয় সংসদ সদস্য। বরং উপজেলার শ্রেষ্ঠ এ বিদ্যাপীঠকে দুর্বল করতে সকল ঘৃণ্য অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতেও পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভর্তি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের হতে হয়েছে লাঞ্ছিত। কলেজটির ডিগ্রি সেকশনের শিক্ষদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তা অকল্পনীয়। দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে তারা বিনা বেতনে পাঠদান করছেন এটা অমানবিক। আমি তাদের সমস্ত বকেয়া পরিশোধের দাবি জানাই। একই সঙ্গে কলেজটি জাতীয়করণের মাধ্যমে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জোর দাবি জানাচ্ছি।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অস্ত্র ও গুলিসহ আটক ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দেশীয় তৈরী ওয়ান শ্যুটারগান ও গুলিসহ ২ জনকে আটক করেছে র্যাব-৬। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো- যশোরের কোতয়ালী থানার শালীআট গ্রামের আলতাফ হোসেনের ছেলে ইমলাত হোসেন (২৮) ও ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলী মন্ডলের ছেলে হানিফ মন্ডল (৪৮)।

র্যাব-৬, সিপিসি-২, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ জানান, শৈলকুপার রামচন্দ্রপুর গ্রামের অস্ত্র কেনাবেচা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় র্যাব। সেসময় ইমলাত হোসেন ও হানিফ মন্ডলকে আটক করা হয়। পরে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ২ টি ওয়ান শ্যুটারগান ও ২ রাউন্ড গুলি।

সেসময় তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে একটি মোটর সাইকেল। এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামীদের শৈলকুপা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

শৈলকুপায় নিখোজের ৩ দিন পর মাদরাসা ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের শৈলকুপার দুধসর গ্রামে নিখোঁজের ৩ দিন পর আইরিন আক্তার তিথি (১৭) নামের এক মাদরাসা ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে

পুলিশ। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। সে ওই গ্রামের আশরাফ হোসেন এর মেয়ে এবং রাবেয়া খাতুন মডেল মাদ্রসার ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলো।

শৈলকুপা থানার ওসি সফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে একটি ফোনে কথা বলে ঘর থেকে বের হয় আইরিন আক্তার তিথি। এরপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের একটি বাগানে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহের গলায় ওড়না পেচানো দেখে মনে হচ্ছে হত্যা করা হয়েছে। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে।

নিহতের পিতা আশরাফ হোসেন জানান, আমার মেয়েকে কৌশলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের পিরোজপুর এলাকা থেকে অজ্ঞাত নামা পঞ্চাশোর্ধ ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে স্থানীয় কৃষকরা মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে বারবাজার হাইওয়ে পুলিশ এসে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহতের মাথায় ও বুকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রাতের কোন এক সময় গাড়ির ধাক্কায় সে নিহত হয়েছে। তবে মানসিক ভারসাম্যহীন হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

কোটচাঁদপুরে ইসলামী আন্দোলনের গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পীর সাহেব চরমোনাই ঘোষিত ৭ দফার দাবীতে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকালে কোটচাঁদপুর উপজেলার সভাপতি মুফতী ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে ও সাবেক জেলা সহসভাপতি মুফতী মাহমুদুল হাসানের উপস্থাপনায় এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি ডা. এইচ এম মোমতাজুল করীম। তিনি ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের দুঃশাসনের বিবরণ দেন। বিগত সরকারের খুন, গুম ও দুর্ণীতির বর্ণনা করেন। এরপর তিনি ৭ দফার দাবী করেন। দাবী গুলো হলোঃ

১. গ্রহনযোগ্য তদন্ত কমিশন ও স্বতন্ত্র ট্রাইবুনাল গঠন করে জুলাই গণহত্যাকান্ডের বিচার করতে হবে। একই সাথে গত ১৬ বছরে সংগঠিত সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হত্যাযজ্ঞ, গণহত্যা, গুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করতে হবে। এক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি বা সংগঠন দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে রাজনীতি ও নির্বাচন থেকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
২. তদন্ত সাপেক্ষে বিগত বছরের সকল দুর্নীতিবাজ ও বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের সকল সম্পত্তি ক্রোক করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে এবং বিদেশে পাচারকৃত টাকা ফেরত আনবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
বিগত বছরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের সম্পদের হিসাব দিতে হবে। সকল দুর্নীতি ও টাকা পাচারের শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
৩. আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন, বিচার বিভাগসহ প্রজাতন্ত্রের যে সকল কর্মচারী আইন, সংবিধান, শপথ লঙ্ঘন করে অপেশাদার আচরণ করেছেন তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।
৪. দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় জনগোষ্ঠির চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতির বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।
৫. নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং অবাধ, সুষ্ঠু

গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন (চজ) পদ্ধতি চালু করতে হবে।
৬. আওয়ামী দুঃশাসনের বিগত ১৬ বছরে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এদেশের সাধারণ শিক্ষাখাতের মান ও নৈতিকতা। এই ক্ষতি দ্রুত সময়ের মধ্যে কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ ও উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি জাতীয় শিক্ষাকমিশন গঠন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৭. গ্রাম পুলিশকে জাতীয়করণ করে তাদের সম্মানজনক বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়াও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রভাষক মাওলানা শিহাব উদ্দিন, প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যুব আন্দোলনের সেক্রেটারি এবং সাবেক কেন্দ্রীয় সাবেক ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি মুফতী আহমাদ আব্দুল জলিল । বিশেষ অতিথি মাওলানা আমানুল্লাহ হেফাজতে ইসলাম কোটচাঁদপুর শাখা।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা ওলামা পরিষদের সভাপতি মুফতী নাজির আহমেদ, কোটচাঁদপুর থানা সেক্রেটারি জনাব ফারুক হোসেন, মহেশপুর উপজেলার সভাপতি মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক, সাবেক সভাপতি মাওলানা সরোয়ার হোসাইন, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুফতী ইব্রাহীম খলীল, দপ্তর সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ঝিনাইদহে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে চা দোকানীকে পিটিয়ে জখম

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী বাজারে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে চা দোকানী মফিজুলকে পিটিয়ে জখম করেছে দুবৃত্তরা। আহত মফিজুলকে চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গত শুক্রবার রাত ১০টার দিকে মফিজুলের চায়ের দোকানে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হলিধানী বাজারের গাফ্ফার হোসেনের ছেলে

টিটন (২৩) এর নিকট চা দোকানী মফিজুল ইসলাম ১হাজার ৫শত টাকা পায়, উক্ত পাওনা টাকা দেওয়ার জন্য টিটনকে তার দোকানে ডাকে পরে দুজনার কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে টিটনের বাবা গফ্ফার হোসেন বাড়ি থেকে ক্রিকেটের স্ট্যাম্প নিয়ে এসে মফিজুলের মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে পিটাতে থাকে পরে তার জ্ঞান হারালে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ওই বাজারের আব্দুল বারী ক্লিনিকে ভর্তি করে। ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতলে পাঠিয়ে দেয়।

বর্তমানে মফিজুল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান। এব্যপারে অভিযুক্ত টিটন বলেন মফিজুল আমার নিকট কোন টাকা পাবেনা সেলিম নামে এক ব্যক্তির নিকট টাকা পাবে। সেলিমের সাথে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল এমন সময় আমি শুধু বলেছি একটা মিমাংশা করে নেন তার পর থেকে মফিজুল আমার নিকট টাকা দাবি করে । সেদিন শুক্রবারে রাত ১০টার দিকে তার দোকানে ডেকে নিয়ে আমাকে মারধর করতে যায় এসময় ধাক্কা-ধাক্কির এক পর্যায়ে পড়ে গিয়ে দেয়ালে আঘাত পেয়ে তার মাথা কেটে যায় আমি বা আমার বাবা তাকে কোন মারধর করেনি।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৩ রোহিঙ্গাসহ আটক ১০

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৩ রোহিঙ্গা নারীসহ ১০ জনকে আটক করেছে বিজিবি। শনিবার রাতে উপজেলার শ্রীনাথপুর সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আজ রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পরিচালক লে. কর্ণেল শাহ মোঃ আজিজুস শহীদ জানায়, মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে কিছু ব্যক্তি ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করা হয়।

সেসময় উপজেলার শ্রীনাথপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ৩ জন রোহিঙ্গার মধ্যে ১ জন নারী ও দালালের সহযোগী মাইক্রোবাস চালকসহ মোট ১০ জনকে আটক করে। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে

আটককৃতদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৩ রোহিঙ্গা নারীসহ আটক ১৭

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৩ রোহিঙ্গা নারীসহ ১৭জনকে আটক করেছে বিজিবি। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার সামন্তা, বাঘাডাঙ্গা ও খোশালপুর সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আজ শনিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পরিচালক লে. কর্ণেল শাহ মোঃ আজিজুস শহীদ জানায়, মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে কিছু ব্যক্তি ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করা হয়।

সেসময় ওই ৩ টি সীমান্ত এলাকা থেকে ৩ জন রোহিঙ্গা নারী ও দালালের সহযোগী মাইক্রোবাস চালকসহ মোট ১৭ জনকে আটক করে। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আটককৃতদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।